দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...2.8 FEB-1997...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬

শিক্ষা ভবন না তদবির ভবন?

কমলেশ রায়

অনুসন্ধানী

মানুষ গড়ার কারিগরদের সচল রাখার প্রতিষ্ঠানটির নাম শিক্ষাভবন। অবস্থান হাইকোর্ট মাজারের পূর্বদিকে সচিবালয়ের একদম পাশে। সৌন্দর্য আর প্রকৃতির অলংকারে মোড়া কার্জন হল শিক্ষাভবন থেকে মাত্র দু' মিনিটের পথ। কি কাজ শিক্ষাভবনের? এক কর্মকর্তার গদবাঁধা মুখস্থ উত্তর- শিক্ষকদের বেতনাদি, সুবিধা-অসুবিধা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুদান, বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন এগুলোই শিক্ষাভবনের কাজ। কিন্তু আসলেই কি শুধু ওগুলোই শিক্ষাভবনের কাজ? হাজার হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষকদের সচল রাখার এই ভবনটিকে, তার কাজগুলোকে বাইরে থেকে যত সাদামাটা মনে হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে বিষয়গুলো তত সহজ নয়। বেশ জটিল। আর পরিবেশ? সেটাও কিছুটা আলো-আঁধারি।

শিক্ষা ভবন পরিসংখ্যান

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাদে বাংলাদেশের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সরকারি এবং বেসরকারি স্কুল, কলেজ সেই সঙ্গে মাদ্রাসাগুলোর বেতনাদি, অনুদান, শিক্ষক নিয়োগ, প্রকল্প অনুমোদন সবই কিছু হয়ে থাকে শিক্ষাভবনের মাধ্যমে। শিক্ষাভবনের অধীনে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা ১৮,১৫১টি। বেসরকারি মাদ্রাসা ৫,৭৯০টি। আর কলেজ ৯৯৬টি। সরকারি স্কুলের সংখ্যা ৩১৭টি। সরকারি জেনারেল কলেজ ২৩২ টি। টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ১০টি। গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউশন ১৬টি। আলীয়া মাদ্রাসা ৩টি।

এ ছাড়া শিক্ষাভবনের আওতায় প্রকল্প রয়েছে ২৬টির মতো। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে নারী শিক্ষা বিস্তারকল্পে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই '৯২-ডিসেম্বর '৯৬। এই প্রকল্পের মোট খরচ ২২৫০.৯০ লাখ টাকা। ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে বেতন ও ভাতা বাবদ বরাদ্দ ছিল ১১৪৪৪.৩০ মিলিয়ন টাকা। মেরামত, সংরক্ষণ ও অন্যান্য খাতে ৪৬৬.০০ মিলিয়ন টাকা। মোট টাকার পরিমাণ ১১৯১৪.৩০ মিলিয়ন। আগের শিক্ষাবর্ষের চেয়ে যা প্রায় ৩.৫% বেশি।

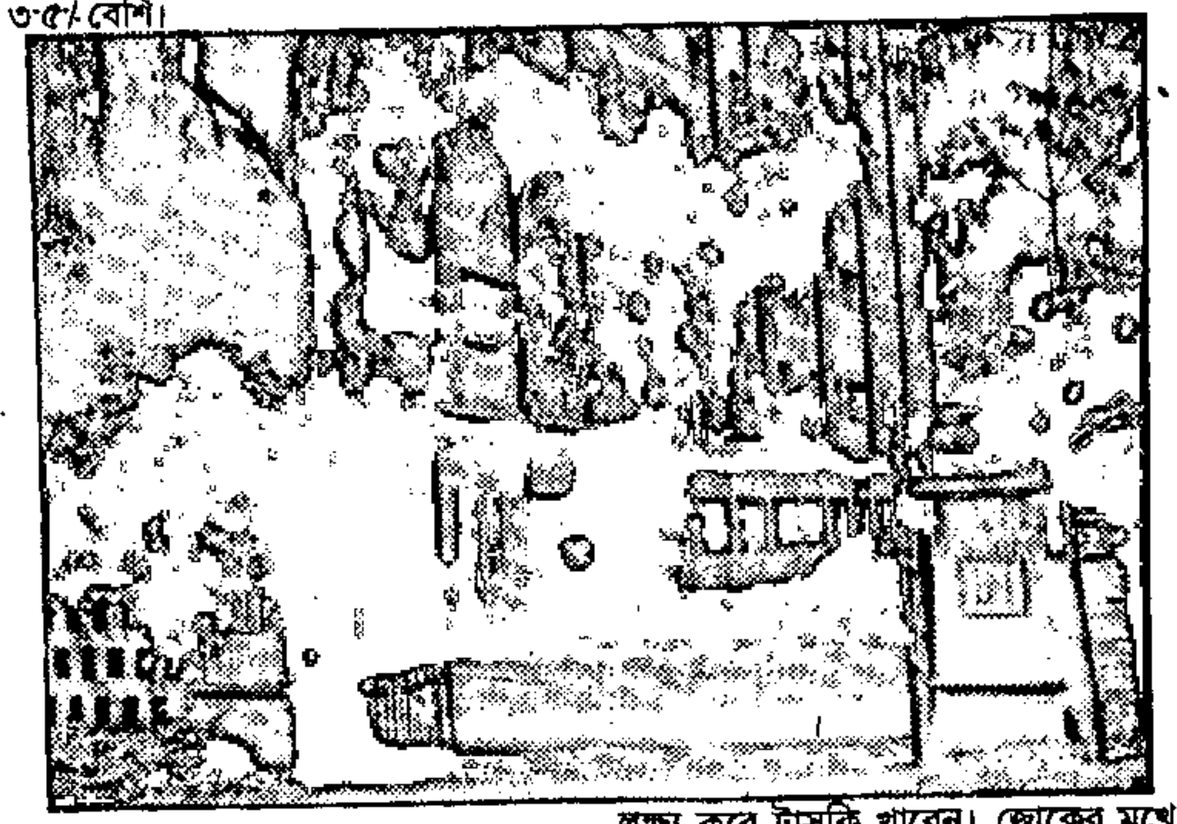

শিক্ষাভবন বাহিনী

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মোট কর্মকর্তাদের সংখ্যা ৪৮ জন। যার মধ্যে প্রকল্পে রয়েছে ১২ জন কর্মকর্তা। শিক্ষাভবনের মহাপরিচালকের নাম ডঃ হামিদা বানু। পরিচালক রয়েছেন ৪ জন। উপ-পরিচালক ৮ জন। সহ-উপ পরিচালক ১১ জন। শিক্ষা অফিসার ৭ জন। গবেষণা অফিসার ৩ জন। প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১ জন। আর হিসাবরক্ষণ অফিসার ১জন।

অফিস রুমে কিছুক্ষণ

অফিস রুমে ঢুকেছি। বেলা আড়াইটার একটু বেশি। অফিস আওয়ার শেষ। তবুও কয়েকজন কাজ করে যাচ্ছেন। হয়ত চাপ পড়েছে। আমাকে দেখেই চোখ তুলে পণ্ডিত মহাশয়ের মতো জিজ্ঞাসা করলেন- কি চাই? ব্যাপারটা বলতেই বললেন- বসেন।

তারপর শুরু হল জ্ঞানদান- কি ছাই-পাস রিপোর্ট করেন আপনারা। লিখবেন জাতীয় সমস্যা নিয়ে। তা না করে শিক্ষাভবন নিয়ে ফিচার। প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দৈনিকের একজন সম্পাদকও তার জ্ঞান দেবার ভঙ্গি লক্ষ্য করে টাসকি খাবেন। জোকের মুখে লবণ দিতে হয়। তাই আমি মোলায়েম স্বরে বললাম- আচ্ছা, আপনারা ঘুস খান কেন? ভেবেছিলাম রেগে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য। রাগলেন তো নাইই। উল্টো অবাক করে দিয়ে বললেন- দ্যাখেন, কেরাণির চাকরি করি। ঢুকেছি কেরাণি হয়ে। বের হবার সময়ও ঐ কেরাণিই। বেতন যা দেয়- তাতে একটা পোলা-পানের সংসার হলেও সামলে হিমশিম খেতে হবে। ভাল বেতন দেক, দেখবেন এসব অনেক কমে যাবে। আমাদের আলোচনার ব্যাঘাত ঘটিয়েই একজন ত্রিশোর্ধ লোক এলেন। লোকটা জিজ্ঞাসা করলেন- গত শিক্ষাবর্ষ থেকে তাদের স্কুলের বিল আটকে গেছে। সেটা পাওয়া যাবে কিনা? কেরাণির জবাব-এই শিক্ষাবর্ষেরটা পাবেন। কিন্তু গত শিক্ষাবর্ষেরটা পাবেন না। কেন? কেন আপনি বুঝতেছেন না, ওটা তামাদি হয়ে গেছে। কেরাণি সাহেব আমার সাথে আবার কথা বলতে আরম্ভ করল। লোকটি হয়ত ব্যাপারটি ভালমত বুঝতে পারেনি। তাই আবার জিজ্ঞাসা করলেন- তামাদি হলে কেন পাওয়া যাবে না? হাইকোর্টের মাধ্যমে যদি পারমিশন আনা হয়। কেরাণি সাহেব এবার ক্ষেপে গেলেন- 'ঐ মিয়া বাংলা বোঝেন। আমি আগে যে কথাগুলো বললাম সেগুলো বোঝেন নাই। যান, হাইকোর্ট থেকে রায় নিয়ে আসেন, দেখবেন সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে তা বাতিল হয়ে যাবে। সরকারের বাপেরও ক্ষমতা নাই তামাদি টাকা ফেরত দেয়।' লোকটি হয়ত শিক্ষক হবেন। তার মুখের অবস্থা দেখে বড় কষ্ট হল।

বদলি বিষয়ক জটিলতা

প্রফেসর সুলতানা সুফিয়া বেগম। খুলনা বি. এল কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। শিক্ষাভবনে কি কাজে এসেছেন? এ প্রশ্নের জবাবে বললেন- শুনেছি আমাকে নাকি খুলনা থেকে বদলি করা হবে। তাই মহাপরিচালক ম্যাডামের সাথে দেখা করতে এলাম। কেন? যাতে আমাকে খুলনা থেকে বদলি করা না হয় এজন্য। আমার মেয়ে দুটো খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এ মুহূর্তে বদলি হলে দারুণ ক্ষতি হয়ে যাবে।

দুর্নীতির আখড়া-শয়তানের আড্ডাখানা

সাহাব-উদ্দীন বাবুল। এসেছেন ময়মনসিংহ থেকে। তার স্ত্রী গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষাটা দিয়েছেন। সেটার খবর নিতেই আসা। নিজে ব্যবসায়ী। ঠিকাদারী করেন, তেলের মিল আছে, রড সিমেন্টের ব্যবসা আছে। তার ভাষ্য-এটা একটা দুর্নীতির আখড়া। শয়তানের আড্ডাখানা। পয়সা ছাড়া এরা কিছু বোঝে না। কোন ইনফরমেশন দেয় না। সিস্টেম অনুযায়ী কোন কাজ এখানে হয় না। এখানে একটা ইনফরমেশন বিভাগ অবশ্যই থাকা উচিত।

কোন্ পত্রিকার লোক

উপ-পরিচালক গোলাম রসুল সাহেবের রুম থেকে বেরিয়ে আসছি। হঠাৎ ভরাট কণ্ঠস্বরের ডাক- শুনুন। কোন্ পত্রিকা থেকে এসেছেন? বললাম। ভরাট কণ্ঠস্বরের লোকটি বললেন- ভাল, পত্রিকাটি ভাল। আমাদেরকে বরাবরই সাপোর্ট দেয়। তারপর নিজেই জানালেন তার পরিচয়- শাহ্ আব্দুর রাজ্জাক। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি কামরুজ্জামান গ্রুপের।

দেখা করতে আসা

মোঃ ইমাম হোসেন। টাঙ্গাইল আওয়ামী লীগ নেতা। সৌজন্য বিনিময় করতে এসেছেন। উপ-পরিচালক আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে। সাথে একজন মহিলা। বললাম-শুধুই কি দেখা করতে এসেছেন- উনি বললেন হ্যাঁ। একই জায়গার লোক তো। তাহলে বাসায় গেলেই পারতেন, অফিসে কেন? জবাব- দেখা করার দরকার, অফিস আর বাসা এক জায়গায় করলেই হলো।

রংপুরের একজন প্রধান শিক্ষক

সংগত কারণেই নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। একটা কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইনি। জানালেন তাদের অসুবিধার কথা। একদিকে কমিটির চাপ, স্টাফদের চাপ, অন্যদিকে শিক্ষাভবনের কর্মকর্তাদের কারসাজি। তাই অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। বললেন, অফিস স্টাফদের কারো কারো ব্যবহার অনেকসময় সহ্য করা দায় হয়ে পড়ে। তবে ভাল-মন্দ সব জায়গায়ই আছে। যেমন আলোর পাশে আঁধার। এখানেও আঁধারের পাশে কিছু আলো আছে, ভাল লোক আছে।